সংবিধান

** সংবিধান

→ সংবিধান — নির্দিষ্ট বিধিবিধান/ মৌলিক আইন/ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন/ শাসনতন্ত্র

→ সংবিধান হল রাষ্ট্রের সেই জীবনধারা যা রাষ্ট্র নিজেই বেছে নিয়েছে
—গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল*

** প্রকারভেদ

→ সাধারনত দুই ভাগে – ১. অলিখিত ২. লিখিত

১. অলিখিত — ধারা বা নিয়মাবলী দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে না।
যেমন: যুক্তরাজ্য, নিউজিল্যান্ড, স্পেন প্রভৃতি।

২. লিখিত — দলিলে লিপিবদ্ধ থাকে।
যেমন: বাংলাদেশ, ভারত, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি।

→ সংশোধন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে – দুই ভাগে
১. সুপরিবর্তনীয় ২. দুষ্পরিবর্তনীয়

১. সুপরিবর্তনীয় — সংবিধান পরিবর্তনের জন্য পৃথক বা জটিল পদ্ধতির প্রয়োজন হয় না।

২. দুষ্পরিবর্তনীয় — পরিবর্তনের জন্য জটিল ও বিশেষ পদ্ধতির প্রয়োজন।
যেমন: বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি।

উল্লেখ্য, (বাংলাদেশের সংবিধান পরিবর্তনের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থনের প্রয়োজন।)

- বিশ্বের সবচেয়ে বড় সংবিধান — ভারত
- " " ছোট " — যুক্তরাষ্ট্র
- পৃথিবীতে বাংলা ভাষায় রচিত সংবিধানের সংখ্যা – ১টি

ইতিহাস

- অস্থায়ী সাংবিধানিক আদেশ জারি — ১৯৭২ সালের ১১ জানুয়ারী
  – রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক
- গনপরিষদ আদেশ জারি — ১৯৭২, ২৩ শে মার্চ
  – রাষ্ট্রপতি কর্তৃক
- গনপরিষদের সদস্যরা নির্বাচিত হন জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচন দ্বারা।
- জাতীয় পরিষদ নির্বাচন — ১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর
- প্রাদেশিক " " — ১৯৭১ " ১৭ জানুয়ারী
- গনপরিষদের সদস্য ছিল – ৪০৩
- গনপরিষদের প্রথম অধিবেশন — ১০ এপ্রিল, ১৯৭২।
- গনপরিষদের প্রথম স্পিকার — শাহ আবদুল হামিদ
  প্রথম ডেপুটি স্পিকার — মোহাম্মদ উল্লাহ
- সংবিধান রচনা কমিটির সদস্য – ৩৪ জন (গনপরিষদের)
- সংবিধান কমিটির সভাপতি – ড. কামাল হোসেন
- সংবিধানের জনক/ রূপকার/ স্থপতি – ড. কামাল হোসেন

→ একমাত্র মহিলা সদস্য — বেগম রাজিয়া বানু

→ " বিরোধী দলীয় সদস্য — সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত

→ যে দেশের সংবিধানের আলোকে — ভারত ও যুক্তরাজ্য

→ খসড়া পর্ব প্রথম গনপরিষদে উত্থাপন — ১২ অক্টোবর, ১৯৭২
উত্থাপনকারী — ড. কামাল হোসেন

→ খসড়া গনপরিষদে গৃহীত — ৪ নভেম্বর, ১৯৭২
সংবিধান দিবস — ৪ ", ১৯৭২

→ সংবিধান কার্যকর / প্রবর্তিত — ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ (৪০ বিজয়দিবস)

→ প্রথম সংবিধান ছিল — হস্তলিখিত (৯৩ পাতা)
মূল লেখক — শিল্পী আব্দুর রউফ
অঙ্গসজ্জা — শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন

→ মূল লিপিতে স্বাক্ষর — ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭২
স্বাক্ষরকারী সদস্য-সংখ্যা — ৩০৯ জন (গনপরিষদ)

→ স্বাক্ষর করেননি — বিরোধী দলীয় সদস্য সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত

→ সংবিধান গৃহীত হওয়ার সময় রাষ্ট্রপতি — বিচারপতি আবু সাঈদ চৌ[ধুরী]
" " " " প্রধানমন্ত্রী — শেখ মুজিবুর রহমান

অধ্যায়/ভাগ, বিষয়, অনুচ্ছেদ

অধ্যায়/ভাগ — ১১ টি → মূল বৈশিষ্ট্য — ১২ টি
অনুচ্ছেদ — ১৫৩ টি

অধ্যায়/ভাগ		বিষয়	অনুচ্ছেদ
প্রথম		প্রজাতন্ত্র	১-৭
দ্বিতীয়		রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি	৮-২৫
তৃতীয়		মৌলিক অধিকার	২৬-৪৭
চতুর্থ	নির্বাহী বিভাগ (৪৮-৬৪)	১ম পরিচ্ছেদ — রাষ্ট্রপতি	৪৮-৫৪
		২য় ” — প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভা	৫৫-৫৮
		৩য় ” — স্থানীয় শাসন	৫৯-৬০
		৪র্থ ” — প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগ	৬১-৬৩
		৫ম ” — অ্যাটর্নি জেনারেল	৬৪
পঞ্চম	আইনসভা (৬৫-৯৩)	১ম ” — সংসদ	৬৫-৭৯
		২য় ” — আইন প্রণয়ন ও অর্থ সংক্রান্ত পদ্ধতি	৮০-৯২
		৩য় ” — অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা	৯৩
ষষ্ঠ	বিচার বিভাগ (৯৪-১১৭)	১ম ” — সুপ্রিম কোর্ট	৯৪-১১৩
		২য় ” — অধঃস্তন আদালত	১১৪-১১৬
		৩য় ” — প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল	১১৭
সপ্তম		নির্বাচন	১১৮-১২৬
অষ্টম		মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক	১২৭-১৩২
নবম	কর্মবিভাগ (১৩৩-১৪১)	১ম পরিচ্ছেদ — কর্মবিভাগ	১৩৩-১৩৬
		২য় ” — সরকারী কর্মকমিশন	১৩৭-১৪১
		ক. — জরুরী বিধানাবলী	১৪১ক-১৪১গ
দশম		সংবিধান সংশোধন	১৪২
একাদশ		বিবিধ	১৪৩-১৫৩

** অনুচ্ছেদসমূহ

প্রথম ভাগ : প্রজাতন্ত্র (১-৭)

** ১. প্রজাতন্ত্র – একক, স্বাধীন ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র যা 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' নামে পরিচিত। (The People's Republic of Bangladesh)

** ২. প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় সীমানা

২.ক. রাষ্ট্রধর্ম – ইসলাম তবে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ অন্যান্য ধর্ম অবলম্বনে সমমর্যাদা ও সমঅধিকার

* ৩. রাষ্ট্রভাষা – বাংলা

– ৪. জাতীয় সঙ্গীত, পতাকা ও প্রতীক

১) জাতীয় সঙ্গীত – 'আমার সোনার বাংলা'র প্রথম দশ চরণ

২) " পতাকা – সবুজ ক্ষেত্রের উপর অবস্থিত রক্তবর্ণের একটি ভরাট বৃত্ত।

৩) " প্রতীক – উভয় পাশে ধানের শীষ বেষ্টিত, পানিতে ভাসমান জাতীয় পুষ্প শাপলা, তাহার শীর্ষদেশে পাটগাছের তিনটি পরস্পর সংযুক্ত পত্র, তাহার উভয় পার্শ্বে দুইটি করিয়া তারকা

৪ক. জাতির পিতার প্রতিকৃতি

– ৫. রাজধানী – ঢাকা

৬. নাগরিকত্ব – ১) জনগন জাতি হিসেবে – বাঙালি নাগরিকগন/জাতীয়তা – বাংলাদেশী

** ৭. সংবিধানের প্রাধান্য

(১) সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ

৭ক. সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি অপরাধ

৭খ. সংবিধানের মৌলিক বিষয়াবলী সংশোধন অযো

* দ্বিতীয় ভাগ : রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি (৮-২৫)

* ৮. মূলনীতিসমূহ — জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা

* ৯. জাতীয়তাবাদ — বাঙালি জাতির ঐক্য ও সংহতি বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি

১০. সমাজতন্ত্র ও শোষণমুক্তি — সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যব প্রতিষ্ঠা

১১. গণতন্ত্র ও মানবাধিকার

১২. ধর্ম নিরপেক্ষতা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা

১৩. মালিকানার নীতি

১৪. কৃষক ও শ্রমিক মুক্তি

১৫. মৌলিক প্রয়োজনের ব্যবস্থা

১৬. গ্রামীণ উন্নয়ন ও কৃষি বিপ্লব

১৭. অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষা

১৮. জনস্বাস্থ্য ও নৈতিকতা

** ১৮ক. পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন

** ১৯. সুযোগের সমতা – সর্বস্তরে মহিলাদের অংশগ্রহণ ও সুযোগের সমতা

২০. অধিকার ও কর্তব্যরূপে কর্ম

** ২১. নাগরিক ও সরকারী কর্মচারীদের কর্তব্য

২) সকল সময়ে জনগণের সেবা করিবার চেষ্টা করা প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য

** ২২. নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগ পৃথকীকরণ (৩৯ বিসি

** ২৩. জাতীয় সংস্কৃতি

** ২৩ক. উপজাতি, ক্ষুদ্র জাতিসত্তা, নৃ-গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি

২৪. জাতীয় স্মৃতিনিদর্শন প্রভৃতি

** ২৫. আন্তর্জাতিক শান্তি, নিরাপত্তা ও সংহতির উন্নয়ন

তৃতীয় ভাগ: মৌলিক অধিকার (২৬-৪৭)

** ২৬. মৌলিক অধিকারের অসামঞ্জস্য আইন বাতিল

** ২৭. আইনের দৃষ্টিতে সমতা – সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান ও আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী (৩৮ বিসিএস)

** ২৮. ধর্মীয় প্রভৃতি কারণে বৈষম্য-

১) ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ন, নারী-পুরুষ বা জন্মস্থানের কারণে কোন বৈষম্য নয়

২) সর্বস্তরে নারী পুরুষের সমান অধিকার

৪) নারী, শিশু এবং অনগ্রসর অংশের জন্য বিশেষ বিধান

** ২৯. সরকারী নিয়োগ লাভের সুযোগের সমতা

** ৩০. বিদেশী খেতাব প্রভৃতি গ্রহন নিষিদ্ধকরন

- রাষ্ট্রপতির পূর্ব অনুমোদন ব্যতীত বিদেশি রাষ্ট্র হইতে খেতাব, সম্মান, পুরস্কার বা ভূষন নিষিদ্ধ

** ৩১. আইনের আশ্রয় লাভের অধিকারী

৩২. জীবন ও ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার

৩৩. গ্রেফতার ও আটক সম্পর্কে রক্ষাকবচ

৩৪. জবরদস্তি শ্রম নিষিদ্ধকরন

৩৫. বিচার ও দন্ড সম্পর্কে রক্ষন

** ৩৬. চলাফেরার স্বাধীনতা

** ৩৭. সমাবেশের ״

** ৩৮. সংগঠনের ״

** ৩৯. চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা এবং বাক-স্বাধীনতা

১) চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা

২) ক - বাক ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা

খ - সংবাদপত্রের স্বাধীনতা

** ৪০. পেশা বা বৃত্তির স্বাধীনতা

** ৪১. ধর্মীয় স্বাধীনতা

৪২. সম্পত্তির অধিকার

৪৩. গৃহ ও যোগাযোগের রক্ষণ

** ৪৪. মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ – রিট মামলার আবেদন (১০২)

– মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন হলে এই সংবিধানের ১০২ (ধারা) অনুচ্ছেদের ১ দফা অনুযায়ী মামলা করা যা

(১০২) কতিপয় আদেশ ও নির্দেশ প্রভৃতি দানের ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতা

৪৫. শৃঙ্খলামূলক আইনের ক্ষেত্রে অধিকারের পরিবর্তন

৪৬. দায়মুক্তি বিধানের ক্ষমতা

** ৪৭. কতিপয় আইনের হেফাজত

– গণহত্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ, যুদ্ধাপরাধ বা আন্তর্জাতিক আইনের অধীন অন্যান্য অপরাধ সংক্রা

** চতুর্থ ভাগ: নির্বাহী বিভাগ (৪৮ – ৬৪)

** ৪৮. রাষ্ট্রপতি

৩) প্রধানমন্ত্রীর সাথে পরামর্শ ছাড়াই প্রধান বিচারপতি নি

৪) রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হওয়ার ক্ষেত্রে

ক. বয়স – পঁয়ত্রিশ এর কম নয়

খ. সংসদ সদস্য দ্বারা নির্বাচিত

গ. অভিশংসন দ্বারা রাষ্ট্রপতির পদ হতে অপসারিত নয়

৯. ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার

০. রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ

১) কার্যভার গ্রহণ হইতে ৫ বছর
২) দুই মেয়াদের বেশি নয়
৩) পদত্যাগ — স্পিকারের উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে

১. রাষ্ট্রপতির দায়মুক্তি — আদালতে জবাবদিহি করতে হবে না

২. " অভিশংসন

১) সংবিধান লঙ্ঘন বা গুরুতর অসদাচরণ এর কারণে
৪) সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে অভিযোগ যথার্থ হলে, সংসদ প্রস্তাব গ্রহণ করলে প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার তারিখ হতে কার্যকর

৩. অসামর্থ্যের কারণে রাষ্ট্রপতির অপসারণ

৪. অনুপস্থিতি প্রভৃতির কালে রাষ্ট্রপতি পদে স্পীকার

৫. মন্ত্রিসভা

২) প্রজাতন্ত্রের নির্বাহী ক্ষমতা — প্রধানমন্ত্রী (৩১ তম বিসিএ
৩) মন্ত্রীসভা দায়ী থাকবে — সংসদের নিকট
৪) সকল নির্বাহী ব্যবস্থা গৃহীত হবে — রাষ্ট্রপতির নামে

৬. মন্ত্রীগন

১) একজন প্রধানমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অন্যান্য মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী নির্বাচন।

২) প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ — রাষ্ট্রপতি কর্তৃক

** → Technocrat মন্ত্রী : সংসদ সদস্য নয় কিন্তু মন্ত্রিপরিষদের সদস্য এমন মন্ত্রী

→ সংসদ সদস্য — $\frac{৯}{১০}$

→ Technocrat মন্ত্রী — $\frac{১}{১০}$

৫৭. প্রধানমন্ত্রী পদের মেয়াদ — ৫ বছর

৬১. সর্বাধিনায়কতা — প্রতিরক্ষা কর্মবিভাগের সর্বাধিনায়ক রাষ্ট্রপতি।

৬৩. যুদ্ধ — সংসদের অনুমতি ব্যতীত কোন যুদ্ধ নয়

৬৪. অ্যাটর্নি জেনারেল (সরকারের প্রধান আইনজীবী)

যোগ্যতা — সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি হওয়ার যোগ্যতা

নিয়োগ, কাজের সময়সীমা ও বেতন — রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত

পঞ্চম ভাগ: আইনসভা (৬৫-৯৩)

৬৫. সংসদ প্রতিষ্ঠা

→ বাংলাদেশের সংসদ — 'জাতীয় সংসদ' নামে
— 'House of the nation' (ইংরেজি)

→ সংসদ সদস্য — ৩৫০ জন (৩০০ পুরুষ + ৫০ মহিলা)

→ আইন প্রণয়ন ক্ষমতা — সংসদের (৬৫ বিধিনং)

৭২. সংসদের অধিবেশন

৭৪. স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার

**৭৭. ন্যায়পাল ৮০. আইন প্রণয়ন পদ্ধতি

** ৮১. অর্থবিল

** ৯৩. অধ্যাদেশ প্রণয়ন ক্ষমতা

** এই ভাগ হতে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য :

> সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার জন্য বয়স - ২৫ বছর

" " " (না) হওয়ার শর্ত :

> যদি বিদেশী নাগরিকত্ব অর্জন করে থাকেন

> ফৌজদারী অপরাধে দুই বছর কারাদন্ডে দন্ডিত হন এবং মুক্তিলাভের পর পাঁচ বছর অতিবাহিত না হয়.

সাধারণ নির্বাচনের যতদিনের মধ্যে সংসদ আহ্বান - ৩০ দিন

এক অধিবেশন সমাপ্তির যতদিন পর আরেক অধিবেশন ডাকা বাধ্যতামূলক - ৬০ দিন

স্পিকারের অনুমতি ব্যতীত একজন সংসদ সদস্য যতদিন সংসদের বাইরে থাকতে পারেন / একটানা যতদিন অনুপস্থিত থাকলে একজন সংসদ সদস্যের সদস্যপদ বাতিল - ৯০ দিন

সংসদ কর্তৃক গৃহীত বিল সম্মতির জন্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করার যত দিনের মধ্যে রাষ্ট্রপতি তাতে সম্মতি দেন - ১৫ দিন।

→ Ordinance এর বাংলা — অধ্যাদেশ
→ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করতে পারেন — রাষ্ট্রপতি
→ যার সম্মতি ছাড়া কোন বিল পাশ করা যায় না — রাষ্ট্রপতি
→ জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন — রাষ্ট্রপতি
→ " " কোরাম — ৬০ জন সদস্যের উপস্থিতিতে
→ " " বৈঠক স্থগিত / মুলতবি — ৬০ জন সদস্যের কম হলে (সভাপতি কর্তৃক)
→ " " সভাপতি — স্পিকার

** Casting vote — স্পিকারের ভোট / কাউন্টিং ভোট

→ সংসদে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় উপস্থিত ও ভোট দানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে। তবে যদি ভোটের সংখ্যা সমান হয় সেক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার জন্য নির্ণায়ক ভোটের প্রয়োজন হয়, এই ভোটই casting vote বা নির্ণায়ক ভোট। এই ভোট প্রদান করেন সংসদের সভাপতি তথা স্পিকার।

→ সংসদের স্থায়ী কমিটিসমূহ

ক. সরকারী হিসাব কমিটি

খ. বিশেষ অধিকার কমিটি

গ. সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে নির্দিষ্ট অন্যান্য স্থায়ী কমিটি

→ রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত সংসদে উপস্থাপন করা যাবে না — অর্থবিল

সরকারী বিল — মন্ত্রীপরিষদ সদস্যদের উত্থাপিত বিল
বেসরকারী " — " সদস্য ব্যতীত অন্য সংসদ সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত বিল

ষষ্ঠ ভাগ: বিচার বিভাগ (৯৪-১১৭)

* ৯৪. সুপ্রিম কোর্ট প্রতিষ্ঠা

→ বাংলাদেশের একটি সর্বোচ্চ আদালত— সুপ্রিম কোর্ট

→ বিভাগ – ২টি ⇒ ১. আপিল বিভাগ
২. হাই কোর্ট

৯৫. বিচারক নিয়োগ

→ প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগন নিযুক্ত — রাষ্ট্রপতি কর্তৃক [illegible]

→ বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে
- বাংলাদেশের নাগরিক – হতে হবে
- সুপ্রিম কোর্টে ন্যূনতম ১০ বছর অ্যাডভোকেট
- বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে ন্যূনতম ১০ বছর বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠান

১০৮. 'কোর্ট অব রেকর্ড' রূপে সুপ্রিম কোর্ট

১১৪. অধঃস্তন আদালতসমূহ প্রতিষ্ঠা

১১৭. প্রশাসনিক ট্রাইবুনালসমূহ

→ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের অবসরের বয়স – ৬৭ বছর।
→ সংবিধানের ব্যাখ্যাকারক ও অভিভাবক – সুপ্রিম কোর্ট **
→ সাংবিধানিকভাবে আইনের ব্যাখ্যা – সুপ্রিম কোর্ট
তবে আইন প্রনয়ন করে – জাতীয় সংসদ

সপ্তম ভাগ : নির্বাচন (১১৮ – ১২৬)

** ১১৮. নির্বাচন কমিশন প্রতিষ্ঠা.
১২২. ভোটার তালিকায় নামভুক্তির যোগ্যতা
** ১২১. প্রতিটি এলাকার জন্য একটি মাত্র ভোটার তালিকা

→ নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব – প্রধান নির্বাচন কমিশনার
→ নির্বাচন কমিশন / কমিশনারের মেয়াদকাল – ৫ বছর।
→ " কমিশনার ও অন্যান্য কমিশনারদের নিয়োগ দেন – রাষ্ট্র
→ ভোটাধিকার প্রাপ্তির ন্যূনতম বয়স – ১৮ বছর
→ সংসদ সদস্যদের সাধারন নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময়

→ মেয়াদ অবসানের কারনে যদি সংসদ ভেঙে যায় তবে ভেঙে যাওয়ার পূর্ববর্তী নব্বই দিনের মধ্যে

→ অন্য কোন কারনে ভেঙে গেলে শূন্য হবার ৯০ দিনের মধ্যে (পরবর্তী নব্বই দিন)

অষ্টম ভাগ : মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক (১২৭-১৩২)

** ১২৭. মহাহিসাব নিরীক্ষক পদের প্রতিষ্ঠা

→ পদের নিয়োগ দেন – রাষ্ট্রপতি

→ মেয়াদ – ৫ বছর

নবম ভাগ : বাংলাদেশের কর্মবিভাগ (১৩৩-১৪১)

২য় পরিচ্ছেদ – সরকারী কর্মকমিশন

** ১৩৭. কমিশন প্রতিষ্ঠা (৪০ বিসিএস)

১৩৮. সদস্য নিয়োগ

১)- রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত

- বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে ২০ বছর বা তার বেশি সময় সরকারী কোন কর্মপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

১৩৯. পদের মেয়াদ – ৫ বছর (বয়সসীমা-৬৫ বছর)

১৪০. কমিশনের দায়িত্ব –

১৪১. বার্ষিক রিপোর্ট

- রিপোর্ট জমা দিবেন মার্চ মাসের প্রথম দিবসে

- " প্রস্তুত করবেন পূর্ববর্তী ৩১ ডিসেম্বরে সমাপ্ত এক বছরের কার্যাবলি

** নবম-ক ভাগ : জরুরী বিধানাবলী (১৪১ক - ১৪১গ)

১৪১ ক. জরুরী অবস্থা ঘোষণা

১৪১ খ. জরুরী অবস্থার সময় সংসদের কতিপয় অনুচ্ছেদের স্থগিতকরন - অনুচ্ছেদ ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ এবং ৪২

১৪১ গ. জরুরী অবস্থার সময় মৌলিক অধিকারসমূহ স্থগিতকরন

* দশম ভাগ : সংবিধান সংশোধন (১৪২)

সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় ভোট / সংখ্যাগরিষ্ঠতা - 2/৩

" " এরূপ বিলে রাষ্ট্রপতি সম্মতি প্রদান করিবেন - ৭ দিনের মধ্যে

একাদশ ভাগ : বিবিধ (১৪৩ - ১৫৩)

১৪৫. চুক্তি ও দলিল

** ১৪৫ ক. আন্তর্জাতিক চুক্তি

১৪৬. বাংলাদেশের নামে মামলা

১৪৮. পদের শপথ

১৫০. ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী

১৫১. রহিতকরন

১৫২. ব্যাখ্যা - আইনের সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা

১৫৩. প্রবর্তন, উল্লেখ ও নির্ভরযোগ্য পাঠ

১) এই সংবিধান 'গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান'।

১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ - সংবিধান প্রবর্তন

২) সংবিধানের পাঠ/ভাষা – ২টি:
১. বাংলা ও ২. ইংরেজীতে অনূদিত

** প্রস্তাবনা – ১টি

→ প্রস্তাবনাটি – বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম

→ সংবিধানের শুরু – প্রস্তাবনা দিয়ে

** তফসিল – ৭টি (৩৩ বিসিএস)

→ সংবিধানের শেষ ৭টি তফসিল দিয়ে

১ম তফসিল – অন্যান্য বিধান সত্ত্বেও কার্যকর আইন
২য় " – রাষ্ট্রপতি নির্বাচন (বিলুপ্ত)
৩য় " – শপথ ও ঘোষণা
৪র্থ " – ক্রান্তিকালীন ও অস্থায়ী বিধানাবলী
৫ম " – ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণ (শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঢাকার রেসকোর্স ময়দান হতে) (৪০ বিসি
৬ষ্ঠ " – স্বাধীনতার ঘোষণা (১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে জাতির পিতা কর্তৃক স্বাধীনতার ঘোষণা)
৭ম " – স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র (১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল মুজিবনগর সরকারের জারিকৃত স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র) (৪০ তম বিসিএস)

** বাংলাদেশের সংবিধানের চারটি মূলনীতি **

বর্তমান (১৯৭২ সালের সংবিধানের মূলনীতি)	৫ম সংশোধনীর দ্বারা প্রবর্তিত মূলনীতি
১. ধর্মনিরপেক্ষতা	সর্বশক্তিমান আল্লাহের উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস
২. জাতীয়তাবাদ	জাতীয়তাবাদ
৩. গনতন্ত্র	গনতন্ত্র
৪. সমাজতন্ত্র	সমাজতন্ত্র (অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায়বিচার অর্থে)

* বিভিন্ন পদে নিয়োগ প্রাপ্তির ন্যূনতম বয়স

→ রাষ্ট্রপতি — ৩৫ বৎসর (৩৮ বিসিএস)
→ প্রধানমন্ত্রী - ২৫ " (৩৯ বিসিএস)
→ মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী - ২৫ "
→ স্পিকার - ২৫ "
→ সংসদ সদস্য - ২৫ "
→ ভোটার - ১৮ "

→ প্রধান বিচারপতির অবসরের বয়সসীমা - ৬৭ বছর

** শপথ গ্রহণ

যিনি শপথ পড়ান — যাদের শপথ পড়ান

⇒ রাষ্ট্রপতি → প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রী
→ স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার
→ প্রধান বিচারপতি

⇒ স্পিকার → সংসদ সদস্য
→ রাষ্ট্রপতি

⇒ প্রধান বিচারপতি → প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও নির্বাচন কমিশনার
⇒ মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক
→ সরকারী কর্ম কমিশনের চেয়ারম্যান ও সদস্য
→ সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের ও হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি

সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান

- জাতীয় সংসদ সচিবালয়
- প্রশাসনিক ট্রাইবুনাল
- নির্বাচন কমিশন
- মহা হিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের দপ্তর
- সরকারী কর্ম কমিশন

** সাংবিধানিক পদসমূহ **

১. রাষ্ট্রপতি
২. প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রী
৩. অ্যাটর্নি জেনারেল
৪. সংসদ সদস্য
৫. স্পিকার ও ডেপুটি স্পিকার
৬. ন্যায়পাল
৭. প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতি
৮. " নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার
৯. মহাহিসাব নিরীক্ষক
১০. সরকারী কর্মকমিশনের সভাপতি ও সদস্যগন

* সংবিধানের সংশোধনী (এখন পর্যন্ত ১৭ টি)

*> ১ম সংশোধনী (১৯৭৩)
সংসদে পাশ — ১৯৭৩ সালের ১৫ জুলাই
উত্থাপনকারী — আইনমন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর
বিষয়বস্তু — যুদ্ধাপরাধীসহ অন্যান্য গনবিরোধীদের বিচার নিশ্চিত করা

*> ২য় সংশোধনী — জরুরী অবস্থা ঘোষনা
> ৩য় " — বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ত অনুযায়ী বেরুবাড়ী ভারতের নিকট হস্তান্তর

** → চতুর্থ সংশোধনী

- সংসদীয় শাসন পদ্ধতির পরিবর্তে রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনপদ্ধতি চালু
- বহুদলীয় রাজনীতির পরিবর্তে একদলীয় রাজনীতি (বাকশাল)

** → পঞ্চম সংশোধনী (১৯৭৯) (৬ এপ্রিল) (জিয়াউর রহমান)

- ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের সামরিক অভ্যুত্থানের পর থেকে ১৯৭৯ সালের ৫ এপ্রিল পর্যন্ত সামরিক সরকারের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের বৈধতা দান
- 'বাঙালি' জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে 'বাংলাদেশী' জাতীয়তাবাদ প্রবর্তন। (১৯৭৮ সালে ২য় ঘোষণাবলে)
- সংবিধানের শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম' (১৯৭৮ সালের ২য় ঘোষণাপত্রে)

**- First distortion of constitution (৪০তম বিসিএস)

→ ৬ষ্ঠ সংশোধনী

- উপরাষ্ট্রপতির পদ থেকে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের বিধান নিশ্চিতকরণ

→ ৭ম সংশোধনী

- ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চের পর থেকে ১৯৮৬ সালের ৯ নভেম্বর পর্যন্ত সামরিক শাসনের অধীনে যে সমস্ত আদেশ জারি হয়, তার বৈধতা

* → অষ্টম সংশোধনী
  - রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতদান
  - Dacca থেকে Dhaka (১৯৮২ সালে)
  - Bengali " Bangla

→ নবম সংশোধনী
  - রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সাথে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন অনুষ্ঠান
  - " পদের মেয়াদ ৫ বছর
  - " পদে কোন ব্যক্তি একাদিক্রমে দুই মেয়াদে সীমাবদ্ধ রাখা

→ দশম সংশোধনী
  - সংসদে মহিলাদের জন্য ৩০ টি আসন আরও ১০ বছরের জন্য সংরক্ষণ

→ একাদশ সংশোধনী
  - অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের স্বপদে ফিরে যাবার বিধান।

→ দ্বাদশ সংশোধনী (চতুর্থ সংশোধনীর বিপরীত)
  - রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের পরিবর্তে সংসদীয় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন
  - উপরাষ্ট্রপতি, উপপ্রধানমন্ত্রী পদ বিলুপ্ত

**→ ত্রয়োদশ সংশোধনী — তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন (১৯৯৬, ...

**→ চতুর্দশ সংশোধনী

- মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৪৫ টি আসন আগামী ১০ বছরের জন্য সংরক্ষণ।
- প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতি সরকারী অফিসসহ নির্ধারিত প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন
- সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতির বয়স ৬৫ থেকে ৬৭ বছর
- মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের বয়স নিয়োগ লাভের তারিখ হতে ৫ বছর এবং ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত উন্নীতকরণ
- সরকারী কর্মকমিশন বা অন্যান্য সদস্যদের বয়স ৬২ থেকে ৬৫ বছর উন্নীতকরণ
- নবনির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ করাতে স্পিকার ব্যর্থ হলে শপথবাক্য পাঠ করাবেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার।

পঞ্চদশ সংশোধনী - (২০১১)

- তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল।
- ৫৮ ক অনুচ্ছেদ এবং ২ক পরিচ্ছেদ বাতিল।
- নির্বাচনের আগের ৯০ ...

- প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ অনধিক চারজন নির্বাচন কমিশনার নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন।
- জাতির পিতার স্বীকৃতি ও প্রতিকৃতি সরকারী অফিসসহ নির্ধারিতস্থানে প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষণ ও প্রদর্শন
- সংরক্ষিত নারী আসন ৪৫ থেকে ৫০
- ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম তিনটি তফসিল সংযোজন।
- রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ঘোষিত জরুরী অবস্থার মেয়াদকাল ৪ মাস।

ষোড়শ সংশোধনী (২০১৪)

- বিচারপতিদের অভিশংসন বা অপসারণের ক্ষমতা জাতীয় সংসদে অর্পণ।

সপ্তদশ সংশোধনী (৮ জুলাই, ২০১৮)

- সংশোধিত অনুচ্ছেদ ৬৫(৩)
- নারী আসন বহাল থাকবে – ২৫ বছর

সাংবিধানিক পদসমূহের ব্যক্তিবর্গ (প্রথম ও বর্তমান)

** রাষ্ট্রপতি → ১ম রাষ্ট্রপতি — বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১০ এপ্রিল, ১৯৭১)
→ " অস্থায়ী " — সৈয়দ নজরুল ইসলাম
→ বর্তমান " — আব্দুল হামিদ (২১ তম)
(দ্বিতীয় মেয়াদে দায়িত্ব গ্রহণ করেন ৭ ফেব্রুয়ারী, ২০১৮)

** প্রধানমন্ত্রী → ১ম প্রধানমন্ত্রী — তাজউদ্দিন আহমদ (১০ এপ্রিল, ১৯৭১)
→ বর্তমান " — শেখ হাসিনা (১২ তম)
(চতুর্থ মেয়াদে প্রধানমন্ত্রী)

* অ্যাটর্নি জেনারেল → ১ম → এম. এইচ. খন্দকার
বর্তমান → মাহবুবে আলম (১৩ তম)

* স্পিকার → ১ম → শাহ আব্দুল হামিদ
বর্তমান → শিরীন শারমিন চৌধুরী (একাদশ সংসদ)

* ডেপুটি স্পিকার → ১ম → মোহাম্মদ বায়তুল্লাহ
বর্তমান → ফজলে রাব্বি মিয়া (একাদশ সংসদ)

* প্রধান বিচারপতি → ১ম → বিচারপতি আবু সাদাত মোঃ সায়েম
বর্তমান → " সৈয়দ মাহমুদ হোসেন (২২ তম)

সরকারী কর্মকমিশনের চেয়ারম্যান → ১ম → ড. এ. কিউ. এম. বজলুল করিম (৩৫ মে, ১৯৭২)

প্রধান নির্বাচন কমিশনার → ১ম → এম. ইদ্রিস

→ বর্তমান → কে. এম. নুরুল হুদা (১২ তম)

মহাহিসাব নিরীক্ষক → ১ম → মরহুম ফজলে কাদের মুহম্মদ আব্দুল বাকি

বর্তমান → মো: জহুরুল ইসলাম (১৩ তম)

→ বর্তমান → ড. মোহাম্মদ সাদিক (১১ তম)

(২মে ২০১৬ - বর্তমান)